সংবাদ

তারিখ 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এ সময়ের দাবি

যৌন নিপীড়নমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই

গত কিছুদিন ধরে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঢাকা, রাজাশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ময়মনসিংহ কৃষি, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠছে। অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয়, নিপীড়নকারী ব্যক্তিরা কোন বখাটে ছাত্র বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক ক্যাডার নয়, তারা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের স্বনামধন্য শিক্ষক। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনীত এরকম একটি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় তার বাধ্যতামূলক ছুটি কার্যকর করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে তিনজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে দু'জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। একই অপরাধে অভিযুক্ত অপর এক শিক্ষকের অপসারণ ও বিচারের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। তবে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী, সন্দেহাতীত প্রমাণ না পাওয়ায় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় সেই শিক্ষককে ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত মে মাসে প্রাথমিক এবং অধিকতর তদন্তের জন্য পর পর দুটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। দীর্ঘ চার মাস পর তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অভিযুক্ত শিক্ষককে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষক রাজনীতির কারণে তদন্ত কমিটি প্রহসনমূলক প্রতিবেদন দিয়েছে এবং সিন্ডিকেট অন্যায়ভাবে তাদের সহকর্মীকে বাঁচানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করেছে। শিক্ষার্থীরা ঘটনার পুনর্তদন্ত এবং এই শিক্ষকের স্থায়ী বরখাস্তের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছে। নিপীড়নের শিকার এক ছাত্রী এ রায় মেনে নিতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে বলেও জানা গেছে। অন্যদিকে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তারা একজন শিক্ষকের প্ররোচনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে। আসলে ছাত্রীরা এমন অভিযোগ করেনি কিংবা এসব অভিযোগ আদৌ সত্যি নয়। সবমিলিয়ে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে খানিকটা ধোয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, দেশে যে ঘরে বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্র এ ধরনের যৌন নিপীড়ন ও হয়রানির ঘটনা প্রতিকারবিহীনভাবে ঘটে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইন আছে তা যৌন নির্যাতনের শিকার ছাত্রীর অনুকূল নয়। এসব ক্ষেত্রে ঘটনা তদন্তের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লেগে যায়। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও যে নগণ্য শাস্তির বিধান আছে তা অপরাধ দমনে কোনমতেই যথেষ্ট নয়। সাময়িক বরখাস্ত বা তিন মাসের ছুটি [illegible] শাস্তি নির্যাতনকারীকে নিরুৎসাহিত করার কোন [illegible]। তাছাড়া এসব অভিযুক্ত শিক্ষক বা ছাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাদের খুঁটির জোরও বেশি। পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া, পাস করা বা শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাওয়া এসব শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার ছাত্রীরা ভয়ে কোন অভিযোগ তোলে না বলে খুব সামান্য ঘটনাই জানাজানি হয়। সব আশঙ্কা ও সামাজিক বিধিনিষেধ মাথায় নিয়ে কোন ছাত্রী মুখ খুললেও যদি প্রতিকার না পায় তবে কোন সাহসে তারা এসব ঘটনা প্রকাশ্যে তুলে ধরবে, প্রতিবাদ করবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রী নিপীড়নের এই অবস্থা হলে স্কুলকলেজসহ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। হয়তো স্কুল পর্যায়ের কোমলমতি শিশু-কিশোরীদের অনেকেই যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে, কিন্তু ভয়ে কাউকে বলছে না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়া এ ধরনের নির্মম অভিজ্ঞতা যেমন তাদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তেমনি তাদের সফল শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের সম্ভাবনা নষ্ট করে। আমাদের রক্ষণশীল পরিবার এবং সমাজও এ ধরনের ঘটনায় অপরাধীর পরিবর্তে নির্যাতনের শিকার মেয়েটির দিকেই আঙুল তুলে দেখায়, তাকে মানসিক নির্যাতন করে।

নানারকম বঞ্চনা-বৈষম্যের কারণে এদেশে মেয়েরা এমনিতেই অনেক পিছিয়ে আছে। তাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষা অন্যতম সহায়ক। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা অনবরত প্রতিকারবিহীনভাবে ঘটতে থাকলে অভিভাবকরা নিরাপত্তার অভাবে মেয়েদের স্কুল-কলেজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে সাহস করবেন না। এ ধরনের অপরাধ তাই মুখ বুজে সহ্য করা যায় না। দেশের ১২২টি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত জাতীয় প্ল্যাটফরম জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যালায়েন্স-এর পক্ষ থেকে আমাদের দাবি, জাহাঙ্গীরনগরসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপীড়ক শিক্ষকদের স্থায়ী অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ক্যাম্পাসকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) 'বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা ২০০৮'-এর খসড়া তৈরি করেছে এবং ২০ অক্টোবরের মধ্যে সবার মতামত নিয়ে তা চূড়ান্ত করা হবে। আমরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এ নীতিমালা দ্রুত কার্যকর করতে হবে, এ বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে এবং একই সঙ্গে এর অপব্যবহার রোধে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যারা এই নীতিমালার আলোকে প্রতিকার বা বিচার প্রার্থী হবে তাদের নিরাপত্তার বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। সবশেষে আমরা বলতে চাই, শিক্ষাঙ্গনকে যৌন নিপীড়নমুক্ত করতে হবে, যাতে নিপীড়নের শিকার আর কোন ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করতে বাধ্য না হয়।

উন্নয়ন পদক্ষেপ ডেস্ক